27

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 01 DEC 1998 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮ ......

৩১টি শিক্ষকের পদ শূন্য

বিভিন্ন অনিয়মে কুলাউড়া থানায় শিক্ষা কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে

কুলাউড়া (মৌলভীবাজার) ৩০শে নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)। - শিক্ষক স্বল্পতা, আসবাবপত্রসহ শিক্ষা উপকরণের অভাব, থানা শিক্ষা কর্মকর্তার অনুপস্থিতি, বিভিন্ন অনিয়ম, পানীয়জলের সংকটসহ জরাজীর্ণ স্কুল গৃহের কারণে কুলাউড়া থানা শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ থানায় ৯ জন সহকারী শিক্ষা অফিসারের মধ্যে মাত্র ৪ জন কর্মরত আছেন। বাদবাকি পদগুলি খালি রয়েছে। এতে করে একদিকে যেমন প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড বিঘ্নিত হচ্ছে, অন্যদিকে ক্লাস্টার ক্লাসসহ বিভিন্ন বিদ্যালয় পরিদর্শনের কাজও ব্যাহত হচ্ছে।

১৭টি ইউনিয়ন সমন্বয়ে গঠিত মৌলভীবাজার জেলার বৃহত্তম থানা কুলাউড়ায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্য ২৬৪টি এর মধ্যে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৬৩টি রেজিস্টার্ড ৪৫টি, বেসরকারি ৩০টি, অনুমোদিত ৩টি, স্বল্পব্যয়ী ১৩টি এবং ১০টি স্যাটেলাইট প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে।

থানা শিক্ষা অফিস সূত্র থেকে বলা হয়েছে, চলতি বছর এ থানায় বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী ৬০ হাজার ২৯০ জন ছেলেমেয়ের মধ্যে ২৯ হাজার ৪৯৫ জন ছাত্র ও ২৫ হাজার ৬১৮ জনছাত্রীসহ মোট ৫৫ হাজার ১১৩ জন ছাত্রছাত্রী বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও অবশিষ্ট ৫ হজার ১৭৭ জন ছেলেমেয়ে শিশুশ্রম সহ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। বর্তমানে থানার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬টি প্রধান শিক্ষক ও ২৫টি সহকারী শিক্ষকের পদসহ মোট ৩১টি শিক্ষক পদশূন্য রয়েছে। বৃহত্তম এ থানায় শিক্ষক স্বল্পতার কারণে প্রাথমিক শিক্ষা ভেস্তে যেতেবসেছে।

এছাড়া থানা শিক্ষা অফিসেও বিরাজ করছে নানা অনিয়ম। থানা শিক্ষা কর্মকর্তা সপ্তাহে ৩ দিন, কোন সপ্তাহে ৪ দিন উপস্থিত থাকেন বলে জানা গেছে। তার আবাসস্থল কুমিল্লা হওয়ায় তিনি প্রায়ই সেখানে চলে যান। নিয়ম অনুযায়ী একদিনে মাত্র তার দুটি বিদ্যালয় পরিদর্শনের বিধান থাকলেও তিনি প্রায়ই সকাল ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে ৭/৮টি বিদ্যালয় একই দিনে পরিদর্শন করে থাকেন। কিছু দুর্নীতিবাজ শিক্ষকের সাথেও তার দহরম মহরম রয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এদিকে, কুলাউড়া থানায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি ভেস্তে যেতে বসেছে। এ থানার ১৭টি ইউনিয়নের মধ্যে কেবল ভূকশিমইল, বরমচাল ও পৃথিমপাশাসহ ৩টি ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি চালু আছে। পর্যাপ্ত গম বরাদ্দ না পাওয়াতেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।